



সত্যানুসরণ



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক

শ্রীঅজিত কুমার ঘর

সংসদ পাবলিশিং হাউস

পোঃ সংসদ, ফেণ্ডবর, মিহার

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

৩৬তম সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৯৯

মুদ্রক

কৌশিক গাল

প্রিন্টিং সেন্টার

১৮বি, কুবল ধর সেন

কলিকাতা ৭০০ ০১২

মূল্য : চার টাকা

Satyansaran (Bengali)

by Sri Sri Thakur Anukulchandra

Satsang Publishing House

36th edition, 1999

Price : Rupees Four only.

সূচনা

পরমশ্রমস্বয়ী শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অন্যতম প্রিয়ভক্ত অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। কল্যাণজীবন তাকে পাবনা থেকে দূরে নিয়ে যাবে। বিরহ-বিচ্ছেদকাতর ভক্ত শ্রমোক্ত-ধারায় প্রার্থনা করল, নিরন্তর দিবা ভাবধারায় অনুপ্রাণিত থাকতে পারে এমনভর শ্রীহস্তলিখিত অমৃত-নির্দেশ। বাংলা ১৩১৬ সালে মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীঠাকুর এক নিশায় লিপিবদ্ধ করে দিলেন তাঁর অমৃত-নিবান্দী বক্তঃ-উৎসারী বাণী। ভক্তের প্রার্থনা নামিয়ে নিয়ে এল পৃথিবীর যাকে মন্দাকিনীর পূণ্যধারা বা' সঞ্জীবিত করে রাখবে তাকে এবং যুগ-যুগ ধরে প্রতিটি মানুষকে।

মুদ্রিত 'সত্যানুসরণ' বাংলা ১৩২৫ সাল থেকে বহন করে চলেছে ঐ শাস্ত্র মহাবাণী।

প্রকাশক

অর্থ, মান, বশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে
 ঠাকুর সাজিয়ে সজ্ঞ হ'লো না, সাবধান হও—ঠকবে,
 তোমার ঠাকুর না আগলে কেহ তোমার ভেদও নয়,
 ঠাকুরও নয়—কাকি নিলেই পেতে হবে তা'।



ভাবতের অবনতি (degeneration) তখন থেকেই
আরম্ভ হয়েছে, যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূল্য
ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে—যদি বাদ দিয়ে অস্বিভাসের
উপাসনা আরম্ভ হয়েছে।

ভারত। যদি ভবিষ্যৎ-কল্যাণকে আবাহন করতে
চাও, তবে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ভুলে জগতের পূর্ব-
পূর্ব গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও—আর তোমার মূর্ত
ও জীবন্ত গুরু বা ভগবানে আসক্ত (attached) হও,—
আর তাদেরই স্বীকার কর—যারা তাঁকে ভালবাসে।
কারণ, পূর্ববর্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্তীরা আবির্ভাব।

সত্যানুসরণ

সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সাহসী হ'তে হবে, বীর হ'তে হবে। প্যাপের ছলন্ত প্রতিমূর্তি ও দুর্বলতা। তাড়াও, যত শীঘ্র পার, ঐ রক্তশোষণকারী অবসাদ-উৎপাদক vampin-কে (ভ্যাম্পায়ার একজাতীয় বাদুড়; ইহারা নিকির্বাতে ঘুমন্ত চীৎকারের রক্ত শোষণ করিয়া থাকে)। স্মরণ কর তুমি সাহসী, স্মরণ কর তুমি শক্তির তনয়, স্মরণ কর তুমি পরমপিতার সন্তান। আগে সাহসী হও, অকপট হও, তবে জানা যাবে, তোমার ধর্মরাজ্যে চোকসের অধিকার আছে।

এতটুকু দুর্বলতা থাকলেও তুমি ঠিক-ঠিক অকপট হ'তে পারবে না। আর, যতদিন তোমার মন-মুখ এক না হ'বে ততদিন তোমার মলিনতার গায়ে হাতই পড়বে না।

মন-মুখ এক হ'লে আর ভিতরে গলদ জমতে পারে না—গুরু আবর্জনা ভাষায় ভেসে উঠে পড়ে। পাপ গিয়ে তার ভিতর বাসা বাধতে পারে না।

হ'তে যাওয়াটা বরং দুর্বলতা নয়কো, কিন্তু চেয়ে না করাই দুর্বলতা। তুমি কোন-কিছু করতে প্রাণপণে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি বিফলমনোরথ হও, ক্ষতি নাই। তুমি ছেড়ো না, ঐ অন্নন চেষ্টাই তোমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে।

দুর্বল মন চিরকালই সন্দিগ্ধ,—তারা কখনই নির্ভর করতে পারে না। বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে—তাই প্রায়ই ক্রোধ, কুটিল, ইন্দ্রিয়পরবশ হয়। তাদের নিকট সারাটা জীবন দ্বালান্য। শেষে অশান্তিতে সুখ-দুঃখ ভুবে যায়,—কি সুখ, কি দুঃখ বলতে পারে না; ব'ললে হয়ত বলে 'বেশ', তা'ও অশান্তি; অবসানে জীবন ক্ষর হ'য়ে যায়।

দুর্বল হৃদয়ে প্রেমভক্তির স্থান নেই। পরের দুর্দশা দেখে, পরের ব্যথা মেখে, পরের মুক্তি দেখে নিজের দুর্দশা, ব্যথা বা মুক্তির আশঙ্কা করে ভেঙ্গে পড়া, এলিয়ে পড়া বা কেঁদে আকুল হওয়া—ও-সব দুর্বলতা। যা'র শক্তিদান, তা'রা যা'ই করুক, তাদের নজর নিরাক্ষরপের দিকে,—যাতে ও-সব অবস্থায় আর না কেউ বিধ্বস্ত হয়, প্রেমের সহিত তা'রই উপায়

চিন্তা করা—বুঝসেকের বা' হয়েছিল। ঐ হ'চ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত।

তুমি ব'ল না তুমি ভীক, ব'ল না তুমি কাপুরুষ, ব'ল না তুমি দুরাশয়। পিতার নিকে নজর কর, আবেগভরে বল—শুশো, আমি তোমার সন্তান, আমার আর জড়তা নেই, আর দুর্বলতা নেই, আমি আর কাপুরুষ নই, আমি আর তোমাকে ভুলে নরকের দিকে ছুটে বাব না, আর তোমার জ্যোতির দিকে লিখন ফিরে 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' ব'লে চীৎকার করব না।

* * * *

অনুতাপ কর; কিন্তু অন্নন রেখে দেন পুনরায় অনুতপ্ত হ'তে না হয়।

যখনই তোমার কুকর্ষের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমনিষ্ঠা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হ'লেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সাক্ষ্য আসছে, আর তা'হলেই তুমি ধর্মীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে।

সে অনুতপ্ত হ'লেও পুনরায় সেই প্রকার দুর্কর্ষে রত হয়, বুঝতে হবে সে সন্দরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে।

ওষু মুখে-মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয়, ও আরও
অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে
তা'র সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়।

* * * *

অগতে মানুষ বস-কিছু দূরে পার তা'র অবিকারশই
কামিনী-কাকনে আসক্তি থেকে আসে, ও দুটো থেকে
যত দূরে স'রে থাকা যার ততই মঙ্গল।

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসেব সবহিকে বিশেষ ক'রে
বলেছেন, কামিনী-কাকন থেকে তফৎ—তফৎ—দূর
তফৎ থাক।

কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই ইনি মা হ'রে পড়েন।
বিষ অমৃত হ'রে গেল। আর মা মা-ই, কামিনী নরকে।

'মা'র শেষে 'গী' গিরে তাবলেই সৰ্বনাশ। সম্মান!
মাকে মাগী ভেবে মা'র না।

প্রত্যেকের মা-ই অগম্যজননী। প্রত্যেক মেয়েই নিজের
মায়ের বিভিন্ন রূপ, এমনতর তাবতে হয়।

মাড়ভাব ছলয়ে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে বীলোককে ছুঁতে
নেই—যত দূরে থাকা যার ততই ভাল ; এমন-কি
মুখদর্শন না করা আরও ভাল।

আমার কামক্রোধাদি গেল না, গেল না—ব'লে
চীৎকার পাড়লে কখনই তারা যায় না। এমন ক'র্ম, এমন
চিন্তা, অম্যাস ক'রে নিতে হয় যাতে কামক্রোধাদির
গন্ধও নেই—মন যাতে ও-সব ভুলে যায়।

মনে কামক্রোধাদির তাব না এলে কী ক'রে তারা
প্রকাশ পাবে? উপায়—উচ্চতর উদার জাবে নিমজ্জিত
থাকা।

সৃষ্টিভর, গনিতবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদির আলোচনায়
কাম-রিন্দুর দমন হয়।

কামিনী-কাকন-সম্বন্ধীয় যে-কোন রকম আলোচনাই
ওতে আসক্তি এনে নিতে পারে। ও-সব আলোচনা
থেকে বস দূরে থাকা যার ততই ভাল।

* * * *

সকলতাই দূরে, আর প্রসারণই সুখ। যাতে ছন্দয়ে
দুর্বলতা আসে, ভর আসে—তাতেই আনন্দের স্বীকৃতি
—আর তাই সুখ।

চাওরটি না-পাওরাই দূরে। কিছু ঢেও না। সব
অবস্থার রাজী থাক, দূরে তোমার কী করবে?

দুঃখ কারো প্রকৃতিগত নয়কে, তা'কে ইচ্ছে করলেই তাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

পরমপিতার কাছে প্রার্থনা কর—‘তোমার ইচ্ছাই মঙ্গল ; আমি জানি না, কিসে আমার মঙ্গল হবে। আমার ভিতরে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক’। আর, তা’র জন্যে তুমি রাগী থাক—অন্যে থাকবে, দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করবে না।

কারো দুঃখের কারণ হ’লো না, কেহ তোমার দুঃখের কারণ হবে না।

দুঃখও একরকম ভাব, সুখও একরকম ভাব। অভাবের বা চাওয়ার ভাবটাই দুঃখ। তুমি অসন্তোষ হওয়ার কারণে দুঃখ নষ্ট করতে পারবে না—যতক্ষণ তুমি হৃদয় থেকে ঐ অভাবের ভাবটা কেড়ে না নিচ্ছ। আর, ধর’ই তা’ করতে পারে।

* * * *

যদি সাধনার উদ্দীপ্তি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর।

কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবন্ধনা করে, অথবা বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত মান হ’তেও প্রবঞ্চিত হয়।

তুমি লাব গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উদ্দীপ্তি না হ’লে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনই লাভ করতে পারবে না।

কপটপন্থের দুঃখের কথা’র সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকলিত হয় না, তাই আনন্দের কথা’তেও দুঃখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয় ; কারণ, মুখ বুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্মৃতি হয় না।

অমৃতময় বারি কপটের নিকট তিক্ত লবণময়, তীয়ে যাইয়াও তা’র তৃষ্ণা নিবরিত হয় না।

সরল ব্যক্তি উদ্ভৃতিসম্পন্ন চাতকের মত। কপটী নিয়দৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মত। যেট হও, কিন্তু লব্ধা উচ্চ হোক ; বড় এবং উচ্চ হ’লে নিয়দৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মত হওয়ার লাভ কী?

কপট হ’লো না, নিজে ঠ’ক না, আর অন্যকে ঠকিও না।

* * * *

এটা খুবই সত্য কথা যে, মনে যখনই অপরের দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে তখনই ঐ দোষ নিজের ভিতরে এসে বাসা বেঁধেছে। তখনই কালবিলম্ব না করে ঐই পাপপ্রবৃত্তি ভেঙেচুরে বেঁটিয়ে সাক্ষ্য করে দিলে তবে নিজস্ব, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

তোমার নজর যদি অন্যের কেবল কু-ই দেখে, তবে তুমি কখনই কাউকে ভালবাসতে পারবে না। আর, যে সব দেখতে পারে না সে কখনই সং হয় না।

তোমার মন যত নির্মল হবে, তোমার চক্ষু তত নির্মল হবে, আর জগৎটা তোমার নিকট নির্মল হয়ে ভেসে উঠবে।

তুমি যাই দেখ না কেন, অন্তরের সহিত সর্বদায়ে তার ভালটুকুই দেখতে চেষ্টা কর, আর এই অভ্যাস তুমি মজাগত করে বেল।

তোমার ভাষা যদি কুৎসা-কলঙ্কজড়িতই হ'লে থাকে, অপরের সুখ্যাতি করতে না পারে, তবে কেন কারো প্রতি কোনও মতামত প্রকাশ না করে। আর, মনে-মনে তুমি নিজ স্বভাবকে হুঁশ করতে চেষ্টা কর, এবং ভবিষ্যতে কুৎসা-নরক জ্বাল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও।

পরীক্ষা করাই পত্রের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া ; আর, পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভাল হয়ে পড়ে।

তাই ব'লে কোন বার্থবুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি করতে নেই। সে তো খোসামোদ। সে-কেনে মন-যুব প্রায়ই এক থাকে না। সেটা কিন্তু বড়ই খারাপ, আর তাতে নিজের স্বাধীন মত-প্রকাশের শক্তি হারিয়ে যায়।

* * * *

যার-উপর যা-কিছু-সব মীড়িয়ে আছে তাই ধর্ম, অথি তিনিই পরমপুরুষ।

ধর্ম কখনও বহু হয় না, ধর্ম একই আর তার কোন প্রকার নেই।

মত বহু হতে পারে, এমন-কি যত মানুষ তত মত হতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে ধর্ম বহু হতে পারে না।

হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, খৃষ্টানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, ষড়ং ও-সবগুলি মত।

কোনও মতের সঙ্গে কোনও মতের প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ নেই, ভাবের বিভিন্নতা, রকমফের— একটাকোই নানাপ্রকারে একরকম অনুভব!

সব যতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তাঁ' ন্যাপ্রকারে হাতে পারে; আর যতটুকু কিস্তারে যা' হয় তাই অনুভূতি, জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির উপর।

* * * *

যদি ভাল চাও তো জ্ঞানান্তিময় ছাড়, সবারই কথা শোন; আর, যা' তোমার হৃদয়ের বিস্তারের সাহায্য করে তাই কর।

জ্ঞানান্তিময় জ্ঞানের বস্তু অন্তরায় আর কোন বস্তু তত নয়

যদি শিক্ষা দিতে চাও তবে কখনই শিক্ষক হতে চেষ্টা না। আমি শিক্ষক, এই অহঙ্কারই কাউকে শিখতে দেয় না।

অহংকে বস্তু দূরে রাখবে তোমার জ্ঞানের বা ধর্মের পান্না তত বিস্তার হবে

অহংটা যখনই মিঁসিয়ে যায়, জীব তখনই সর্বজন-সম্পন্ন-নির্ভল হয়।

* * * *

যদি পরীক্ষক সেজে অহঙ্কার নিয়ে সন্তোষ কিংবা প্রেমী সানুভূতকে পরীক্ষা করতে বাও তবে তুমি তাঁতে তোমাকেই দেখবে, তাঁকে আসবে।

সন্তোষকে পরীক্ষা করতে হলে তাঁর নিকট সঙ্কীর্ণ-সংস্কারবিহীন হইবে, জালবাসার হৃদয় নিয়ে, ধীন এক বস্তুমূর সন্তব নিরহঙ্কার হইতে বেতে পারলে তাঁর দয়ার সন্তুষ্ট হওয়া যেতে পারে।

তাঁকে অহং-এর কষ্টিশাখরে কষা যায় না, কিন্তু তিনি প্রকৃত ধীনতারূপ মেড়ান নিজে বস্তুবিধগত হন।

হীরক বেখন করণা প্রভৃতি আবর্জনার থাকে, উত্তমরূপে পরিষ্কার না করলে তার জ্যোতি বেরায় না, তিনি তো তেমনি সংসারে অতি সাধারণ জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রকালনেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উজ্জলিত হয়। প্রেমীই তাঁকে ধরতে পারে। প্রেমীর সন্ম কর, সংসন্ম কর, তিনি আপনাই প্রকট হবেন।

অহঙ্কারীকে অহঙ্কারী পরীক্ষা করতে পারে। গলিত-অহংকে কি-করে সে জানতে পারবে? তাঁর কাছে

একটা কিস্ত-কিমাকার—যেমন অজমুর্খের কাছে
মহাপণ্ডিত

* * * *

সত্যদর্শীর আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা কর, এবং
বিশ্বের সহিত স্বাধীন মত প্রকাশ কর। বই পড়ে বই
হাঁতে যেও না, তার essence (সার)-কে মজ্জাগত
করতে চেষ্টা কর। Pull the husk to draw the seed.
(তুষট ফেলে শস্যটা নিতে হয়)।

উপর-উপর মেখেই কিছু ছেড়ো না কা কোন মত
প্রকাশ কর না। কোনও-কিছুর শেষ না দেখলে তার
সম্বন্ধে জানই হর না, আর না জানলে তুমি তার বিবরণ
কী মত প্রকাশ করবে?

যা'ই কোন কর না, তার ভিতর সত্য দেখতে চেষ্টা
কর। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জান, আর
তাই জান।

যা' তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ
দিও যেও না

* * * *

নিজের ঘোষ জেনেও যদি তুমি তা' ত্যাগ করতে
না পার, তবে কোনও মতেই তার সমর্থন করে অন্যের
সমর্থন কর না।

তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখা-শোনা হাজার-
হাজার লোক সৎ হ'য়ে পড়বে। আর, যদি অসৎ হও,
তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই
থাকবে না; কারণ, তুমি অসৎ হ'য়ে তোমার চারিদিকই
অসৎ করে ফেলবে।

তুমি ঠিক-ঠিক জেনো যে, তুমি তোমার, তোমার
নিজ পরিবারের, দেশের এবং দেশের বর্তমান ও
ভবিষ্যতের জন্য দায়ী।

নাম দেশের আশ্রয় কোন কাজ করতে পাওয়া ঠিক
নয়। কিন্তু কোন কাজ নিঃস্বার্থভাবে করতে গেলেই
কার্যের অনুরাগ নান-বশ তোমার সেবা করবেই
করবে।

নিজের জন্য যা'ই করা যায় তাই সকাহ, 'অম',
অন্যের জন্য যা' করা যায় তাই নিষ্কাহ। কারো জন্য
কিছু না-চাওয়াকেই নিষ্কাহ বলে—ওযু জা' নরকো।

দিয়ে দাও, নিজের জন্য কিছু চেও না, দেখবে, সব তোমার হ'য়ে থাকে।

* * * *

তুমি অন্যের নিকট যেমন পেতে ইচ্ছা কর, অপরকেও তেমনি দিতে চেষ্টা কর—এমনভাবে বুঝে চ'লতে পারলেই বঞ্চিত—আপনি সকাই তোমাকে পছন্দ ক'রবে, ভালবাসবে।

নিজে ঠিক থেকে সকাইকে সৎভাবে বৃশি করতে চেষ্টা কর, দেখবে সকাই তোমাকে বৃশি করতে চেষ্টা ক'রছে। সাবধান, নিজস্ব হাতিয়ে কাউকে বৃশি করতে বেও না, তাহ'লে তোমার দুগতির সীমা থাকবে না।

* * * *

কাজ ক'রে যাও কিন্তু আবদ্ধ হ'য়ো না। বনি বিহরের পরিবর্তনে তোমার হৃদয়ে পরিবর্তন আসছে বুঝতে পার, আর সে-পরিবর্তন তোমার বাহ্যমীর নয়, তবে ঠিক কেনো, তুমি আবদ্ধ হয়েছ।

কোনপ্রকার সংস্কারেই আবদ্ধ থেকে না, একমাত্র পরমপুরুষের সংস্কার ছাড়া যা'কিছু সবই বন্ধন।

তোমার দর্শনের—জ্ঞানের পান্না বতটুকু অদৃষ্ট ঠিক তারই আগে, দেখতে পাছ না, জানতে পাছ না, তাই অদৃষ্ট।

তোমার শরতান অহকারী আত্মশব্দ আমিটাকে বের ক'রে দাও; পরমপিতার ইচ্ছায় তুমি চল, অদৃষ্ট কিছুই ক'রতে পারবে না; পরমপিতার ইচ্ছাই অদৃষ্ট।

তোমার সব অবস্থার ভিতর তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা বুঝতে চেষ্টা কর, দেখবে কাতর হবে না, বরং হৃদয়ে সর্বলতা আসবে, দুঃখও আনন্দ লাবে।

কাজ ক'রে যাও অদৃষ্ট ভেবে ভেঙ্গে পড় না, আলসে হ'য়ো না, যেমন কাজ ক'রবে তোমার অদৃষ্ট তেমনি হ'য়ে দ্রষ্ট হবেন সংকল্পীর স্বপ্নও অকল্যাণ হয় না। একদিন আগে আর পাছে।

পরমপিতার দিকে তাকিয়ে কাজ ক'রে যাও। তাঁর ইচ্ছাই অদৃষ্ট; তা' ছাড়া আর-একটা অদৃষ্ট-অদৃষ্ট বানিয়ে বেকুব হ'য়ে ব'সে থেকে না। অনেক লোক অদৃষ্টে নেই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকে, অথচ

নির্ভরতাও নেই, শেষে সারা জীবন দুর্দশার কটির, ও-
সব আহাম্যকী।

তোমার তুমি গেলেই অদৃষ্ট ফুটলো, কখনও নাই,
অদৃষ্টও নাই।

* * * *

এগিয়ে বাও, কিন্তু ঘেপে দেখতে যেও না কতদূর
এগিয়েছ; তাহলে আবার পিছিয়ে পড়বে।

অনুভব কর, কিন্তু অভিজ্ঞ হ'য়ে পড় না, তাহলে
চ'লতে পারবে না। যদি অভিজ্ঞ হ'তে হয় তো
ঈশ্বরশ্রমে।

যত পর সেবা কর, কিন্তু সাবধান, সেবা নিতে কেন
ইচ্ছা না হয়

অনুরোধ কর, কিন্তু ক্ষম করিতে কেও না।

কখনও নিশ্বাস ক'রো না, কিন্তু অসত্যের প্রশংসা দিও না।

ধীর হও, তাই বলে আলসে, দীর্ঘসূত্রী হ'য়ে পড় না।

কিন্তু হও, কিন্তু অধীর হ'য়ে বিরক্তিকে তেকে এনে
সব নষ্ট ক'রে ফেলো না।

ধীর হও, কিন্তু হিংসক হ'য়ে ব্যব-চালুক সেজে
ব'স না

স্থিরপ্রতিজ্ঞ হও, গোঁয়ার হ'য়ো না।

তুমি নিজে সহ্য ক'র, কিন্তু যে পারে না তাকে সাহায্য
কর, শৃঙ্গ ক'রো না, সহনশীল হও, সাহস দাও।

নিজেকে নিজে প্রশংসা দিতে কল্পনা সাজ, কিন্তু
অপরের বেনার দাতা হও।

যাও উপর কুণ্ঠ হরোছ, আগে তাকে আলিঙ্গন কর,
নিজ কাটাতে চোখের নিয়ন্ত্রণ কর, ডালা পাঠাও, এবং
হালত বুলে ব্যাক্যল্যাপ না-করা পর্য্যন্ত অনুভবের সহিত
তার মঙ্গলের জন্য পরমনিষ্ঠার কাছে প্রার্থনা কর, কেন
না, বিধেব এলেই ক্রমে তুমি সর্কৌর্প হ'য়ে পড়বে, আর
সর্কৌর্পতাই পাপ।

যদি কেহ তোমার কখনও অন্যায় করে, আর
একান্তই তার প্রতিশোধ নিতে হয়, তবে তুমি তার
সঙ্গে এমন ব্যবহার কর যাতে সে অনুতপ্ত হয়,
এমনওর প্রতিশোধ আর নেই—অনুতাপ চুবানল
তাতে উভয়েরই মঙ্গল।

বন্ধু খরিজ করো না, তাহলে শান্তিতে সববেশনা ও সাধনা পাবে না।

তোমার বন্ধু যদি অসংগত হয়, তাকে ত্যাগ করো না, বরং প্রয়োজন হ'লে তার সম্বন্ধ কর, কিন্তু অশুভ্রে প্রজ্ঞা রেখে বিপদে-আপদে কায়মনোবাক্যে সাহায্য কর, তার অনুভূতি হ'লে আলিঙ্গন কর।

তোমার বন্ধু যদি কুপথে যায়, আর তুমি যদি তাকে বিরোধে চেষ্টা না কর বা ত্যাগ কর, তার শান্তি তোমাকেও ত্যাগ করবে না।

বন্ধুর কুৎসার রূটিও না বা কোনও প্রকারে অন্যের কাছে বিক্রি করো না; কিন্তু তাই ব'লে তার নিকট তার কোন মনের প্রবল বিত্ত না।

বন্ধুর নিকট উদ্ধত হ'রো না, কিন্তু প্রেমের সহিত অভিমানে তাকে শাসন কর।

বন্ধুর নিকট কিছু প্রত্যাশা রেখো না, কিন্তু তা' পাও, প্রেমের সহিত গ্রহণ করো। কিছু দিলে পাওয়ার আশা রেখো না, কিন্তু কিছু পেলে সেওয়ার চেষ্টা করো।

* * * *

যতদিন তোমার শরীর ও মনে ব্যথা লাগে, ততদিন তুমি একটি পিলীলিকারও ব্যথা নিরাকরণের দিকে চেষ্টা রেখো, আর তা' যদি না কর, তবে তোমার চাইতে হীন আর কে?

তোমার গালে চড় ভারলে যদি ব'লতে পার, কে কাকে মারে, তবে অন্যের কোলাহল বল, ভালই ব্যবহার নিয়ে যদি না ডাবতে পার তবে অন্যের বেলায় বলতে যেও না।

যদি নিজের কষ্টের বেলায় সন্সারী সাজো, অন্যের বেলায় ব্রহ্মজ্ঞানী সেজো না। বরং নিজের দুঃখের বেলায় ব্রহ্মজ্ঞানী সাজো আর অন্যের বেলায় সন্সারী সাজো, এমন ভেলও ভাল।

যদি মানুষ হও তো নিজের দুঃখে হাস, আর পরের দুঃখে কান্দ।

নিজের মৃত্যু যদি অগ্ৰহণ কর তবে কখনও কাউকে 'মর' ব'লো না।

* * * *

হাসো, কিন্তু বিপ্রাশে নয়।

কাদে, কিন্তু আসক্তিতে নয়, ভাববাসায়, যেমে।
বল, কিন্তু আত্মপ্রকাশের বা ব্যক্তি বিস্তারের জন্য নয়।
তোমার চরিত্রের কোনও উদাহরণে যদি কোনো মঙ্গল
হয়, তবে তার নিকটে তা' গোপন রেখো না।

তোমার সংস্কারের কর্ণে ফুটে উঠুক, কিন্তু আপন
ভাবায় ব্যক্ত না হয়, নকর রেখো।

সং-এ তোমার আসক্তি সংলগ্ন কর, অজ্ঞাতসারে সং
হবে। তুমি আপনভাবে সং চিন্তার নিমগ্ন হও, তোমার
অনুযায়ী তার আপনি ফুটে বেরবে।

অসং চিন্তা যেমন চরিত্রিত করে, অজ্ঞানে
ব্যবহারে ইত্যাদিতে ফুটে বেরায়, সং-চিন্তাও তেমনি
উচ্চারণেই ফুটে বেরায়।

* * * *

সংস্কারী হও, কিন্তু মিষ্টভাবী হও

বলতে বিবেচনা কর, কিন্তু বলি বিন্দু হইয়ো না।

যদি ভুল বলি থাকে, সাবধান হও, ভুল করো না।

মত্যা বল, কিন্তু সহ্যের এলো না।

সং কথা বলা ভাল, কিন্তু ভাবা, অনুভব করা
আরোও ভাল

অসং কথা বলার চেয়ে সং কথা বলা ভাল মন্দ নয়,
কিন্তু করার সঙ্গে কান্না করা ও অনুভব না থাকলে কী
হ'লো—বেহালা, ধীপা যেমন বাদকনুগ্রহে বাজে ভাল,
কিন্তু তারা নিজে কিছু অনুভব করতে পারে না।

যে অনুভূতির খুব গভীর করে অর্থের তার লক্ষণ প্রকাশ
হয় না, তার গভীরতা কল্পনামাত্র বা আড়ম্বর
বস্ত্র ডুববে তত যেমানুষ হবে।

যেমন ডালিম পাকলেই কেটে বার, তোমার অন্তরে
সংভাব পাকলেই আপনি কেটে যাবে—তোমার মুখে
তা' প্রকাশ করতে হবে না।

* * * *

বে-খেয়াল বিবেকের অনুচর, তারই অনুসরণ কর,
মঙ্গলের অধিকারী হবে।

বিত্তরে অস্তিত্ব হারাও, কিন্তু নিজে বেগ না।
বিত্তরই জীবন, বিত্তরই শ্রেয়।

বে-কর্ণে যনের প্রসারণ নিয়ে আসে তাই সূক্ষ্ম,
অসং বাস্তব হলে সংস্কার, গোঁড়ামি ইত্যাদি জানে,
ফলকথা, যাতে মন সংকীর্ণ হয় তাই সূক্ষ্ম।

যে-কর্ম মানুষের কাছে বাক্যে শুধে কলিমা পড়ে,
জা' করতে যেও না। গোপন যেখানে দ্বা-দ্বন্দ্ব-ভরে
সেইখানেই দুর্বলতা, সেইখানেই পাপ।

যে-সাধনা করলে হৃদয়ে শ্রেম আসে, তাই কর, আর
যাতে ক্রুরতা, কঠোরতা, হিংসা আসে, জা' আপাততঃ
লাভজনক হ'লেও তার কাছে যেও না।

তুমি যদি এমন শক্তি লাভ ক'রে থাক যাতে চন্দ্র-সূর্য
কক্ষ্যুত করতে পার, পৃথিবী ভেঙ্গে টুকরা-টুকরা করতে
পার বা সকাইকে ঐশ্বর্যাশালী ক'রে দিতে পার, আর
যদি হৃদয়ে শ্রেম না থাকে, তবে তোমার কিছুই হয়নি।

* * * *

একটা চাইতে গিয়ে দশটা চেয়ে ব'স না, একেরই
যাতে চরম হয় তাই কর, সকলগুলিই লাভে।

জীবনকে যে-ভাবে বলি দেবে, নিশ্চয় তেমনভাবে
জীবন লাভ ক'রেবে।

যে-কেহ শ্রেমের জন্য জীবন দান করে, সে শ্রেমের
জীবন লাভ করে।

উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হও, আর প্রশান্তিভরে সমস্ত
সহ্য কর, তবেই তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে।

* * * *

হৃদয় দাও, কখনও হটে যেতে হবে না।

নির্ভর কর, কখনও ভর পাবে না।

বিশ্বাস কর, অন্তরের অধিকারী হবে।

সাহস দাও, কিন্তু শঙ্কা জাগিয়ে না দিতে চেষ্টা কর

যেখ্যে ধর, বিপদ কেটে যাবে।

অহঙ্কার ক'রো না, অসন্তে হীন হ'লে থাকতে হবে না।

কেহ তোমাকে দোষী করবার পূর্বেই কাণ্ডরভাবে
নিজ দোষ স্বীকার কর, মুক্ত-কলঙ্ক হবে, আগন্তের
মেহের পর হবে

সংযত হও, কিন্তু নির্ভীক হও।

সরল হও, কিন্তু বেক্ষ হ'রো না

কিনীড় হও, তাই হ'লে দুর্বল-হীন হ'রো না।

* * * *

নিষ্ঠা রেখো, কিন্তু গোড়া হ'রো না।

সাধু সেকেন না, সাধু হ'তে চেষ্টা ক'র

কোন মহাপুরুষের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা
ক'রো না, কিন্তু সর্বদা তাঁর অনুসরণ কর

যদি প্রেম থাকে, তবে অন্যকে আমার বল, কিন্তু
বার্ষ রেবো না।

প্রেমের কথা বলার আগে প্রেম কর।

* * * *

অন্ত হওয়া দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু যতদূর হওয়া অসিদ্ধ
দুর্ভাগ্য, কারণ, যদিই অনেকটা চকুর কাছ করে।

কুলে গেলেই তাঁকে ছাড় বলে না, আর, ছাড় নিলেই
তাঁকে শিষ্য বলে না, হৃদয়টি শিক্ক বৎ গুরু আদেশ
পালনের জন্য সর্বদা উদ্বুদ্ধ রাখতে হয়। অন্তরে হির
কিঙ্কাস চাই। তিনি যাই বলে যেকোন তাই ক'রতে হবে,
বিনা আপত্তিতে, বিনা ওজরে করা পরম আনন্দে।

হে-মন্ত্র বা শিষ্য প্রাথমিক আনন্দের সহিত গুরুর
আদেশ পালন ক'রতে, সে কখনই বিফল হয়নি।

শিষ্যের কর্তব্য প্রাথমিক গুরুর আদেশ কার্যে
পরিণত করা, গুরুকে লক্ষ্য ক'রে চলা।

যখনই দেখবে, গুরুর আদেশে শিষ্যের আনন্দ
হ'তেছে, সুখ প্রকট হ'তে উঠেছে, তখনই বুঝবে যে
তার হৃদয়ে শক্তি এসেছে।

* * * *

কমরদার, কাউকে ক্ষুর ক'রে কিংবা চাকর-বাকর
দ্বারা গুরুর সেবা-শ্রদ্ধা করাতে যোগ না—প্রসাদ
থেকে বঞ্চিত হ'য়ো না।

আ নিজের হাতে ছেলপিলের যত্ন করে ব'লে
ছেলের উপর অশ্রদ্ধা আসে না—তাই অত ভালবাসা
নিজহাতে গুরুসেবা ক'রলে অহঙ্কার পাতল হয়,
অভিমান দূরে যায়, আর প্রেম আসে।

গুরুই ভগবানের সাকার মূর্তি, আর তিনিই Absolute
(অব্যক্ত)।

গুরুকে আমার ব'লে জানতে হয়—আ, বাপ, পুত্র
ইত্যাদি বাড়ীর লোককে ভাবতে গেলে যেন তাঁর মুখও
মনে পড়ে।

গুরু ঈশ্বরের ভর রাখার চেয়ে ভালবাসার ভর
ব্যবহি ভাল,—আমি যদি অন্যায় করি তবে তাঁর প্রাণে
এতদা লাগবে।

সবসময় তাঁকে অনুসরণ করতে চেষ্টা কর, তিনি
ক' বলেন, করে তা' রাখ ক'রে অভ্যাশে চরিত্রগত
ক'রতে নিরন্ত চেষ্টা কর; অপর তাই সাধনা।

* * * *

তুমি ওকতে স্বা-সং-এ চির সন্দের করে আশ্বাসন
করবান হও, অন্য তোমার বিষয়ে কী বশে দেখতে
গিয়ে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ো না—জাহলে আসক্ত হ'য়ে
পড়বে, আশ্বাসন হবে না।

স্বার্থবুদ্ধি অনেক সময়ে আদর্শে দোষাভাস করে
সন্দেহ এনে দেয় অবিবাস এনে দেয় স্বার্থবুদ্ধিবশতঃ
আদর্শে দোষ দেখা না সন্দেহ করা না অবিবাস
করো না—ক'লে আশ্বাসন হবে না।

স্বার্থবর্ষ হ'য়ে আদর্শে লোক দেখলে তার অনুসরণ
করো না—ক'লে আশ্বাসন হবে না।

আদর্শের দোষ—মুঢ় প্রতাপ, স্বার্থবুদ্ধি, অসত্য
অনুসরণকারীর দোষ—সন্দেহ, অবিবাস, স্বার্থবুদ্ধি

তিনি প্রেমের অধিকারী নহেন—হঠাৎ তাঁরই অনুসরণ
কর মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে

তিনি ছলে-বলে কৌশলে, যেমন ক'বেই হোক না
কেন সর্বভূতের মঙ্গল-চেষ্টায় মত্তবান হাবই অনুসরণ
কর মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে।

তিনি কোনও প্রকারে কাহাকেও দুঃখ দেন না, অথচ
অসং-এরও প্রকার দেন না, তাঁরই অনুসরণ কর, মঙ্গলের
অধিকারী হবেই হবে।

* * * *

যাঁকে তুমি চাকররূপে মনোনীত করে নিলেছ, তাঁর
কাছে তোমার হৃদয়ের কোনও কথা গোপন রেখো না।
গোপন করলে তাঁকে অবিবাস করা হবে, আর,
অবিবাসেই অধঃপতন। চাকর অস্তর্য্যামী, যদি ঠিক ঠিক
বিকাস হয়, তবে তুমি স্বকীয় ক'রতেই পারবে না
আর, কনি ক'রেই বেশ তবে নিশ্চয়ই স্বীকার ক'রবে।
আর, গোপন ক'রতে ইচ্ছা হ'লেই কোনো, তোমার
হৃদয়ে নুর্গলতা এসেছে, এবং অবিবাস তোমাকে
আক্রমণ ক'রেছে—সামধান হও, নতুবা অনেক
দূর পড়াবে।

তুমি যদি গোপন কর, তোমার সং-চালকও গা-চাকা
দেবেন; আর, তুমি তোমার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত কর,
উদ্ধৃত হও, তিনিও তোমার সম্মুখে উদ্ধৃত হবেন,
ইহা নিশ্চয়।

গোপন অভিগ্রে চানককে 'অন্তর্যামী', সবই জানতে পারছ' বলে চানকি ক'রলে নিজেই পতিত হবে, দুর্দশায় বিরে ধরবে।

হৃদয়-বিনিময় ভালবাসার একটি লক্ষণ, আর, তুমি যদি সেই হৃদয়ই গোপন কর, তবে এ-নিশ্চয়ই যে তুমি স্বার্থভাবাপন্ন, তাঁকে কেবল কথার ভালবাস।

কামে গোপন আছে, কিন্তু ভালবাসায় তো উভয়ের ভিতর কিছুই গোপন থাকতে পারে না।

সংচালক পাতলা-অহংবুজ ; তিনি নিজে তাঁর কমতা কিছুতেই তোমার নিকট আঁহির ক'রবেন না , এবং সেইজন্য তোমার সমানুযায়ী তোমাকে অনুসরণ ক'রবেন—আর, এ-ই সং-চালকের বড়ান যদি সং-চালক অবলম্বন ক'রে থাক, যাই কর, ভয় নাই, মরবে না ; কিন্তু কঠোর জন্য রাজী থেকো।

* * * *

দীন হওয়া স্বর্ধ নোহো সাজা নয়কো।

বান্দুলতা মানে বিজ্ঞাপন নয়কো, বরং হৃদয়ের একান্ত উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা।

স্বার্থপরতা স্বাধীনতা নয়কো, বরং স্বাধীনতার অন্তরায়।
তুমি বস্ত লোকের সেবা ক'রবে ভক্ত লোকের যথাসম্বর্ধনের অধীশ্বর হবে।

ভেজ মানে জেধ নয়কো, বরং বিনয়-সমবিত দৃঢ়তা।
সাধু মানে বান্দুর নয়কো, বরং জাগী, শ্রেমী।
ভক্ত মানে কি আহাংবুজ?—বরং বিনীত-অহংবুজ জানী

সহিষ্ণুতা মানে পলায়ন নয়কো, প্রেমের সহিত আলিঙ্গন।

* * * *

কমা কর, কিন্তু অন্তরের সহিত ; ভিতর গরম রেখে অপারগতাবশতঃ কমানীল হ'তে বেও না।

বিচারের ভার, শক্তির ভার আপনহাতে নিতে বেও না , অন্তরের সহিত পরমপিতার উপর ন্যস্ত কর ভাল হবে।

কতাকোও অন্যায়ের জন্য যদি তুমি শাস্তিবিধান কর, নিশ্চয় কোনো—পরমপিতা ঐ শাস্তি উভয়ের মধ্যে ভারতম্যানুসারে ভাগ ক'রে দেবেন।

গিটার জন্য, সত্যের জন্য দুঃখ ভোগ কর, অন্যত
শান্তি পাবে।

তুমি সত্যে অবস্থান কর, অন্যায়কে সম্ব্য করিতে
চেষ্টা কর, প্রতিরোধ করো না, শীঘ্রই পরম স্বপনের
অধিকারী হবে

* * * *

যদি পাশ করে থাক, কাতরকণ্ঠে তা' প্রকাশ কর,
শীঘ্রই সাফল্য পাবে।

সাবধান! সংকীর্ণতা বা পাপকে গোপন রেখো
না, উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে অতি সূক্ষ্ম তোমাকে
অধঃপতনের চরমে নিয়ে যাবে।

অন্তরে যা' গোপন করবে তাই বৃদ্ধি পাবে।

* * * *

মান কর, কিন্তু মীন হইবে চত্যাশা না রেখে। তোমার
অন্তরে ময়ূর মরজা খুলে যাক।

ময়া করা হিসাবে মান অহঙ্কারের পরিপোষক।

মিনি কাতরভাবে তোমার মান গ্রহণ করেন, শুক্লরূপে
তিনি তোমার হলরে মরজাকের উন্মোচন করেন ; অন্তঃকরণ
কৃতজ্ঞ হও

যাকে মান করবে, তার দুঃখ অনুভব করি সহানুভূতি
প্রকাশ কর, সাহস দাও, সাফল্য দাও ; পরে যা' সাধা, ফল-
সহকারে দাও ; প্রেমের অধিকারী হবে—জান সিদ্ধ হবে।

মান করি প্রকাশ যত না কর ততই ভাল, অহঙ্কার
থেকে রক্ষা পাবে

যাক্রোদ্ধারীকে কিরিও না। অর্থ, না হর সহানুভূতি,
সাহস, সাফল্য, মিষ্টি কথা যা' হয় একটা দাও—ফল
কোমল হবে

অপরের মরজা-কানাই নিম্ন কলগের প্রসূতি

* * * *

হেলে মরজা চেয়ে হেঁটে মরা ভল।

যে কলগ কম কাজে বেশী, সে-ই প্রথম শ্রেণীর
কশী ; যে বেশন বলে ভেমনি করে, সে মধ্যম শ্রেণীর
কশী ; যে বলে বেশী, কাজে কম, সে তৃতীয় শ্রেণীর
কশী ; আর যার বলভেদ আলস্য, কষ্টভেদ আলস্য,
সেই অধম।

মোড়ে যাও, কিন্তু হাঁশিরে বেগ না ; আর, হোঁচট
থেকে যাতে না পড়, দৃষ্টি রেখো।

কে-কার্যে তোমার বিরক্তি ও ক্রোধ আসবে, নিশ্চয়
জেনো, তা' পণ্ড হওয়ার সুখে।

কার্যসাধনের সময় তা' হ'লে যে বিপদ আসবে,
তার জন্য রাগি থাকো ; বিরক্ত বা অস্বীয় হ'রো না,
সফলতা তোমার দাসী হবে

চেটা কর, দুঃখ ক'রো না, কাতর হ'রো না, সফলতা
আসবেই

কার্যাক্ষয়ের চিহ্ন দুঃখের প্রকাশ নহে।

উদ্বেজিত মস্তিষ্ক ও ব্যথা আত্মহরদুঃখ চিন্তা : দুইটাই
অসিদ্ধির চক্ষু

বিপদকে যাকি দিয়ে ও পরাজিত ক'রে সফলতা-সদ্বী
লাভ কর ; বিপদ কেন তোমার সফলতা থেকে বঞ্চিত
না করে

সুখ কিবো দুঃখ যদি তোমার গতিরোধ না করে তবে
তুমি নিশ্চয় পত্তব্যো পৌছিব, সন্দেহ নাই।

* * * *

ধনী হও কতি নাই, কিন্তু দীন এবং দাতা হও।

ধনবান যদি অহঙ্কারী হয়, সে দুর্দশার অন্ধকার হয় :

দীনতারীন অহঙ্কারী ধনী প্রায়ই অধিকারী হয়, আর
তার ফলে স্বর্গের দ্বার খোলে না।

অহঙ্কারী ধনী মনিনতার দাস, তাই জ্ঞানকে উপেক্ষা
করে।

* * * *

কমা কর, কিন্তু কতি ক'রো না।

প্রেম কর, কিন্তু আসক্ত হ'রো না।

খুব ভালবাস, কিন্তু মাঝমাঝি ক'রো না।

বন্দগানি পূর্ণের চিহ্ন নয়।

যদি নিজে সন্তুষ্ট বা নির্ভরনা হ'রে থাক, তবে
অন্যের জন্য চেটা কর

কে-পরিমাণে দুঃখের কারণে মন সংলগ্ন হ'রে
অভিভূত হবে, সেই পরিমাণে ফলরে ফল আসবে ও
দুর্ভাগ্যভাজন হ'রে পড়বে

যদি রক্ষা পেতে চাও, ভয় এবং দুর্ভাগ্যতা ব'লে কিছু
রোধো না ; সং-চিত্ত এবং সং-কর্মে ডুবে থাক।

অসং-এ আসক্তি থেকে ভয়, শোক ও দুঃখ আসে

অসং পরিহার কর, সং-এ আবহাৱান হও, ত্রাণ পাবে।

সং-চিন্তায় নিমজ্জিত থাকে, সং-কর্ষ তোমার সহস্র হবে এবং তোমার চতুর্দিক সং হ'য়ে সকল সময় তোমাকে রক্ষা করবেই করবে।

* * * *

ধর্মকে জানা মানেই বিশ্বাসের মূল কারণকে জানা, আর তাই জানাই জ্ঞান। ঐ মূলের দিকে অনুরক্তিই ভক্তি; আর, ভক্তির তারতম্য অনুসারেই জ্ঞানেরও তারতম্য হয়। বতটুকু অনুরক্তিতে বতটুকু জ্ঞান যায়, ভক্তি আর জ্ঞানও ততটুকু হয়।

তুমি বিশ্বাসে বতটুকু আসক্ত হও, বিশ্বাস-সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানও ততটুকু হয়।

জীবনের উদ্দেশ্য অন্বেষণে একদম তাড়িয়ে দেওয়া, আর তা' কেবল কারণকে জানলেই হ'তে পারে।

অত্যাধিক পরিশ্রান্ত হলেই ধর্ম বা রক্ষা-জিজ্ঞাসা করে, নতুবা করে না।

কিসে অভাব বার, আর তা' কেমন কর'লে—এই চিন্তাতেই পরিশেষে রক্ষা জিজ্ঞাসা আসে।

বার উপর বিশ্বাসের অস্তিত্ব তাই ধর্ম, যতক্ষণ তা' জানা বার নাই, ততক্ষণ বিশ্বাসকে ঠিক-ঠিক জানা হয় নাই।

* * * *

বে-ভাব বিকল্প ভাব দ্বারা আহত বা অভিভূত না হয়, তাই বিশ্বাস।

বিশ্বাস না থাকলে দর্শন হবে কি কর'লে?

কর্ম বিশ্বাসের অনুসরণ করে, যেমনতর বিশ্বাস কর্মও তেমনতর হয়।

গভীর বিশ্বাসে সবই হ'তে পারে। বিশ্বাস কর,—সাবধান, অহঙ্কার, অধৈর্য্য ও বিবর্তি না আসে—যা' চাও তাই হবে।

বিশ্বাসই বিশ্বাস ও চৈতন্য এনে দিতে পারে, আর অবিশ্বাস, অডম্ব, অবসাদ, সঙ্কীর্ণতা এনে দেয়।

বিশ্বাস বৃত্তিভর্যের পায়, যদি বিশ্বাস কর, যত বৃত্তিভর্য তোমার সমর্থন করবেই করবে।

তুমি যেমনতর বিশ্বাস করবে, বৃত্তিভর্য তোমায় তেমনতর সমর্থন করবে।

* * * *

ভাবেই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা। যুক্তিভর বিশ্বাসকে এনে দিতে পারে না। ভাব যত পাতলা, বিশ্বাস তত পাতলা, নিকটা ভুল কম।

বিশ্বাস বুদ্ধির পতির বাহিরে, বিশ্বাস-অনুযায়ী বুদ্ধি হয়। যুক্তিতে হী-না আছে, সংশয় আছে; বিশ্বাসে হী-না নেই, সংশয় নেই।

* * * *

যার বিশ্বাস যত কম সে তত undeveloped (কাঁচা), বুদ্ধি তত কম তাঁক।

তুমি পতিত হ'তে পার, কিন্তু যদি অকিঞ্চাসী হও, তবে তুমি কলের গানের রেকর্ডের কিংবা ভাষাবাহী বলকের মত মিলকর।

যার পাকা বিশ্বাস নেই, তার অনুভূতি নেই, আর, যার অনুভূতি নেই, সে আবার পতিত কিসের?

যার অনুভূতি বহুটা, তার মর্শন, জ্ঞান ভুলটা; আর জানেই বিশ্বাসের গুঢ়তা।

যদি বিশ্বাস না কর, তোমার দেবাণ্ড হয় না, অনুভব করাও হয় না। অসার, এই দেবাণ্ড ও অনুভব করা বিশ্বাসকেই পাকা করে দেয়

* * * *

যেহেতু অসংশয় হ'তে বিশ্বাস স্থাপন ক'রবে, তোমার স্বভাবও সেইভাবে গঠিত হবে আর তোমার মর্শনও তদ্রূপ হবে

বিশ্বাসীকে অনুসরণ কর ভাসবাস তোমারও বিশ্বাস আনবে

আমার বিশ্বাস নেই -এই ভাবে অনুসরণে মানুষ ইনবিশ্বাস হ'তে পড়ে

বিশ্বাস নেই এমনতর মানুষ নেই যার বিশ্বাস যত গভীর, যত উচ্চ, তার জ্ঞান তত উচ্চ, জীবন তত গভীর।

কে সং-এ বিশ্বাসী সে সং হবেই, আর, অসং-এ বিশ্বাসী অসং হ'তে পড়ে।

* * * *

বিশ্বাস বিকৃত ভাব দ্বারা আক্রান্ত হ'লেই সংশয় আসে

বিশ্বাস সন্দেহ—যারা অভিভূত হ'লে মন বন্ধন তাই সমর্থন করে তখনই অবসাদ আসে।

প্রতিকূল বৃত্তি ত্যাগ ক'রে বিশ্বাসের অনুকূল বৃত্তি প্রবণ ও মনে সন্দেহ দূরীভূত হয়, অবসাদ থাকে না।

বিশ্বাস থেকে গেলে কোন বিকল্প তাই তাকে টলাতে পারে না।

প্রকৃত বিশ্বাসীর সন্দেহই বা কী ক'রবে, অবসাদই বা কী ক'রবে।

সন্দেহকে প্রথম দিলে সে দুশপেকার মত মনকে আক্রমণ করে, শেষে অবিশ্বাসরূপ জীর্ণতার চরম মর্গিন দশা প্রাপ্ত হয়।

সন্দেহের নিরাকরণ ক'রে বিশ্বাসের স্থাপন করাই জ্ঞানপ্রাপ্তি।

তুমি যদি পাক্য বিশ্বাসী হও, বিশ্বাস-অনুযায়ী ভাব ছাড়া জগতে কোন বিকল্প ভাব, কোন মত, কোন শক্তি তোমাকে অভিভূত বা মাদু করতে পারবে না, নিশ্চয় কোনো।

তোমার মন থেকে যে-পরিমাণে বিশ্বাস সরে যাবে, জগৎ সেই পরিমাণে তোমাকে সন্দেহ ক'রবে বা

অবিশ্বাস ক'রবে এবং দুর্দশাও তোমাকে সেই পরিমাণে আক্রমণ ক'রবে, ইহা নিশ্চয়।

অবিশ্বাস ক্ষেত্র দুর্দশা বা দুর্গতির রাজ্যত্ব।

বিশ্বাস ক্ষেত্র বড়ই মিকর। অবস্থান অবিশ্বাসরূপ অসংস্কার সাক্ষ্যরূপ অস্বব উন্নত দেবলেই প্রবক্ষ্যামঃ হাঃ উৎপাদনঃ এবং নতুন সাক্ষ্যরূপ অমৃতবৃক্ষ গজাভে পারবে ন।

দ্বন্দ্ব ও বিশ্বাস দুই ভাই, একটি আসলে আর একটিও আসে।

সন্দেহের নিরাকরণ কর, বিশ্বাসের সিংহাসনে ভক্তিকে বসায়, ইন্দরে দ্বন্দ্বরাজ্য সংস্থাপিত হোক।

সং-এ নিরবস্থিতি সন্তোষ থাকার চেতনাকেই ভক্তি বলে।

ভক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী, ভক্তিবিহীন জ্ঞান ব্যর্থজ্ঞান মাত্র।

তুমি সোহহই বল আর ব্রহ্মান্দিই বল, কিন্তু ভক্তি অবলম্বন কর, তবেই সেই ভাব তোমাকে অবলম্বন ক'রবে ; নতুবা কিছুতেই কিছু হবে না।

বিশ্বাস যেমনভর, ভক্তি তেমনতরভাবে আসবে এবং জ্ঞানও তখনুযায়ী।

আগে নিরহঙ্কার হ'তে চেষ্টা কর, পরে সোহহর বল, নচেৎ সোহহর তোমাকে আরও অধোগাতে নিয়ে যেতে পারে।

তুমি যদি সংচিন্তার সংবৃত্ত থাকতে চেষ্টা কর, তোমার চিন্তা, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি উদার এবং সত্য হ'তে থাকবে ; আর, সেই লক্ষণগুলিই ভক্তের

সংকীর্ণতার নিকটে গেলে মন সংকীর্ণ হ'য়ে পড়ে এবং বিবৃতির নিকটে গেলে মন বিবৃতি লাভ করে , তেমনি ভক্তের নিকটে গেলে মন উদার হয় ; আর, যত উদারতা ততই শান্তি

* * * *

বিফরে মন সংলগ্ন থাকাকে আসক্তি বলে, আর সং-এ সংলগ্ন থাকাকে ভক্তি বলে।

শ্রেম ভক্তিরই ক্রমোন্নতি। ভক্তির গাঢ়তাই শ্রেম। অহঙ্কার যেখানে যত পাতলা, ভক্তির স্থান সেখানে তত বেশী

ভক্তি ভিন্ন সাধনায় সফল হওয়ার উপায় কোথায় ? ভক্তিই সিদ্ধি এনে দিতে পারে।

বিশ্বাস যেমন অন্ধ হয় না, ভক্তিও তেমনি মূঢ়া হয় না। ভক্তিতে কোনও কালে কোনও রূপে দুর্বলতা নেই। ক্রীকল্প, দুর্বলতা অনেক সময় ভক্তির খোলস প'রে মীড়ার, জা' হ'তে সাবধান হও।

* * * *

একটু কঁমলেই বা নৃত্যনৃত্যাদিতে উত্তেজিত হ'য়ে লম্ব-রাম্পাদি ক'রলেই যে ভক্তি হ'ল তা নয়কো , সাময়িক ভাবোন্মত্ততাও ভক্তের লক্ষণ নয়কো। ভক্তের চরিত্রে পাতলা অহঙ্কারের চিহ্ন, বিশ্বাসের চিহ্ন, সংচিন্তার চিহ্ন, সব্যবহারের চিহ্ন এবং উদারতা ইত্যাদির চিহ্ন কিছু-না-কিছু থাকবেই থাকবে, নতুবা ভক্তি আসে নাই। বিশ্বাস না এলে নিষ্ঠা আসে না, আর, নিষ্ঠা ছাড়া ভক্তি থাকতে পারে না।

দুর্বল ভাবোন্মত্ততা অনেক সময় ভক্তির মত দেখা যায়, সেখানে নিষ্ঠা নাই, আর, ভক্তির চরিত্রগত লক্ষণও নাই

যা'র হৃদয়ে ভক্তি আছে সে বুঝতে পারে না যে, সে ভক্ত , আর দুর্বল, নিষ্ঠাহীন, শুধু ভাবোন্মত্ত, গাঢ়-অহং-বৃত্ত হৃদয় ভাবে—আমি খুব ভক্ত

অক্ষ, পূনক, স্বেদ, কাম্পন হ'লেই যে সেখানে ভক্তি এসেছে তা' নয়তো, ভক্তির ঐশ্বর্যের সঙ্গে তার স্বার্থ চরিত্রগত লক্ষণ থাকবেই থাকবে।

অক্ষ, পূনক, স্বেদ, কাম্পন ইত্যাদি ভাবের লক্ষণ ; তা' অনেক রকমে হ'তে পারে।

ভক্তির চরিত্রগত লক্ষণের সঙ্গে যদি ঐ ভাবের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় তাহেই তা' সত্যিক ভাবের লক্ষণ

* * * *

জান ভক্তি যুক্তি অহঙ্কার যুক্ত আসল ভক্তি অহঙ্কার যুক্ত অহঙ্কার যুক্ত আসল অহঙ্কার যুক্ত

জান ভক্তি যুক্ত মানুষ উপদেশ দিতে পারে না উপদেশদাতার উপদেশ দিতেই পারে, তাই কেউ উপদেশ দিলে মুখে চট্টার লক্ষণ, বিরক্তির লক্ষণ, সন্দেহের চেষ্টা ইত্যাদি লক্ষণ প্রায় স্পষ্ট প্রকাশ পায়

আসল-ভক্তি যুক্ত মানুষ উপদেশের আসল নিতে একেবারেই পরায়ক্তি। যদি উপদেশ পায়, তার মুখে আনন্দে চিহ্ন ফুটে যোগের।

অবিশ্বাসী ও বহুনিষ্ঠিতের হৃদয়ে ভক্তি আসতেই পারে না।

ভক্তি একের জন্য বহুকে ভালবাসে, আর আসক্তি বহু জন্য এককে ভালবাসে।

আসক্তিতে স্বার্থে আত্মতৃষ্ণা, আর ভক্তিতে পরার্থে আত্মতৃষ্ণা।

ভক্তির অনুরক্তি সব-এ, আর আসক্তির নেপা স্বার্থে, অহং-এ।

আসক্তি কামের পত্নী, আর ভক্তি প্রেমের স্নেহ ভগিনী।

* * * *

অনুভূতির দ্বারা যা' জানা যায় তা'ই জান।

জানাকেই বেশ বলে, আর বেশ অবশ্য।

যে বস্তুকে জানে সে ততটুকু বেশবিশ।

জান ঐশ্বর্যকে কবে ক'রে মানুষকে প্রকৃত চক্ষু দান করে

জান বস্তুর স্বরূপকে নির্দেশ করে ; আর বস্তুর যে-ভাব জানলে জানা থাকি থাকে না, তাই তা'ই স্বরূপ।

ভক্তি চিত্তকে সং-এ সন্নিবেশ করতে চেষ্টা করে, আর তা' হ'তে বৈরাগ্য উপলব্ধি হয় তাই জান।

অজ্ঞানতা মানুষকে উদ্বিগ্ন করে, জ্ঞান মানুষকে শান্ত করে। অজ্ঞানতাই দুঃখের কারণ, আর জ্ঞানই অমলক।

তুমি যতটুকু জ্ঞানের অধিকারী হবে, ততটুকু শান্ত হবে। তোমার জ্ঞান যেমনতর, তোমার স্বভাবের থাকবার ক্ষমতাও তেমনতর।

* * * *

অহঙ্কার যত ঘন, অজ্ঞানতা তত বেশী; আর অহং যত পাতলা, জ্ঞান তত উজ্জ্বল।

সন্দেহ অবিশ্বাসের দূত, আর অবিশ্বাসই অজ্ঞানতার অ'শ্রয়।

সন্দেহ আসলে তৎক্ষণাৎ তা' নিরাকরণের চেষ্টা করে, আর সং-চিত্তের নিয়ম হ'ও—জ্ঞানের অধিকারী হবে, আর, জ্ঞানকে পাবে।

অসং-চিত্তের কুজ্ঞান বা অজ্ঞান বা মোহ আছে, তা' পরিহার কর, দুঃখ হ'তে রক্ষা পাবে।

তুমি অসং-এ যতই আসক্ত হবে, ততই স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন হবে, আর ততই কুজ্ঞান বা মোহে আচ্ছন্ন হ'বে।

প'ড়বে, তার রোগ, শোক, দারিদ্র্য, মৃত্যু ইত্যাদি যন্ত্রণা তোমার উপর ততই আধিপত্য করবে, ইহা নিশ্চয়।

* * * *

অহঙ্কার আসক্তি এনে দেয়, আসক্তি এনে দেয় স্বার্থবুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধি আনে কাম। কাম হ'তেই ক্রোধের উৎপত্তি, আর ক্রোধ থেকেই আসে হিংসা।

ভক্তি এনে দেয় জ্ঞান, জ্ঞানেই সর্বভূতে আত্মবোধ হয় সর্বভূতে আত্মবোধ হ'লেই আসে অহিংসা আর অহিংসা হ'তেই প্রেম। তুমি যতটুকু যে-কোন একাটির অধিকারী হবে, ততটুকু সমস্তগুলির অধিকারী হবে।

* * * *

অহঙ্কার থেকেই আসক্তি আসে আসক্তি থেকে অজ্ঞানতা আসে আর অজ্ঞানতাই দুঃখ।

সন্দেহ থেকেই অবিশ্বাস আসে আর অবিশ্বাসই জড়ত্ব।

অজ্ঞানতা থেকেই মূঢ়তা আসে আর মূঢ়তাই অজ্ঞানতা।

কাথাগ্রাণ্য কামই ক্রোধ, আর, ক্রোধই হিংসার বদ্ধ।

স্বার্থবুদ্ধির আশ্রয়টির অভিপ্রায়ই লোভ ; আর, এই লোভই আসক্তি। যে নির্লোভ সেই ওদাসক্ত।

* * * *

সরল সাধুত্বের মত আর চতুরতা নেই,—যে যেমনই হোক না কেন, এ ঝাঁপে ঘরা পড়বেই পড়বে। Honesty is the best policy. (সরল সাধুত্বই চরম কৌশল)।

কিনয়ের মত নাস্তোহনকারক আর কিছুই নেই

শ্রমের মত আকর্ষণকারীই বা আর কে?

বিশ্বাসের মত আর সিদ্ধি নেই

জ্ঞানের মত আর দৃষ্টি নেই

আন্তরিক নীমত্যের মত অহঙ্কারকে ছল করার আর কিছুই নেই।

সদৃশের আশ্রয় পালনের মত আর মত কী আছে?

চল, এগিরে যাও, যাত্রা ভেবেই ক্রান্ত হ'লে পড় না, তাহলে আর যাওয়া হবে না।

* * * *

যে আসে বাণ দিয়েছে আগে পথ দেখিয়েছে, সেই নেতা ; নতুবা শুধু কথায় কি নেতা হওয়া যায়?

আগে অন্যের জন্য ব্যাসসর্কষ চেলে যাও, দেশের পায়ে মাথা বিকর কর, আর, কারো দোব বসে দোব সেবা ভুলে যাও, সেবার আশ্রয় হও, তবে নেতা, তবে দেশের হৃদয়, তবে দেশের রাজা। নতুবা ও-সব কেবল সুবে-সুবে হয় না।

যদি নেতা হ'তে চাও, তবে নেতৃত্বের অহঙ্কার ত্যাগ কর, আপনার গুণগান ছেড়ে যাও, পদের হিতে ব্যাসসর্কষ পণ কর, আর যা' মঙ্গল ও সত্য নিজে তাই ক'রে দেখাও, আর, সবলকে প্রেমের সহিত বল ; দেখবে হাজার-হাজার লোক তোমার অনুসরণ ক'রবে।

* * * *

নির্ভর কর, আর সাহসের সহিত অদম্য উৎসাহে কাজ ক'রে যাও, লক্ষ্য রেখো, তোমা হ'তে তোমার নিজের ও অন্যের কোনওরূপ অমঙ্গল না আসে। দেখবে সৌভাগ্যলব্ধী তোমার ঘরে বাঁধা থাকবে

কথায় আছে “বীরভোগ্য বশুন্ধরা”। তা’ ঠিক; বিশ্বাস, নির্ভরতা আর আত্মত্যাগ এই তিনটিই বীরদের লক্ষণ।

* * * *

নাম-কল আন্দোলনের ঘোর আন্দোল।

তোমার একটু উন্নতি হ’লেই দেখবে কেউ তোমাকে ঠাকুর বানিয়ে বসেছে, কেউ মহাপুরুষ ব’লেছে, কেউ অবতার, কেউ সদ্গুরু ইত্যাদি বলাছে; আবার, কেউ শরত্মান, কন্মারেস, কেউ স্ববসন্তর ইত্যাদিও বলাছে; সাবধান! তুমি এদের কারো দিকে নজর দিও না। তোমার পক্ষে এরা সবাই দূত, নভর দিলেই ঘাড়ে চোপ ব’সবে, তা’ ছাড়াও মহা মুশকিল। তুমি তোমার মত কাজ ক’রে যাও, যা’ ইচ্ছা তাই হোক।

নাম-কল ইত্যাদির আশার ঘনি তোমার মন ভেঙের আচরণ করে, তাহ’লে ভেদ মনে কপটিয়া লুকিয়ে রয়েছে—ভৎসনাৎ তাকে মেরে বের ক’রে যাও। তবেই মঙ্গল, নতুবা সবই লুপ্ত হবে।

ঠাকুর, অবতার কিংবা ভগবান ইত্যাদি স্ববাস সাধ গেলেই তুমি নিশ্চয় ভণ্ড হ’ইবে প’ড়বে, আর ভাঙে

মুখে হাজার বললেও কাজে কিছুই ক’রতে পারবে না। যদি গুরুপ ইচ্ছা থেকে থাকে, তবে এবনি ত্যাগ কর, নতুবা অমঙ্গল নিশ্চয়।

* * * *

তুমি বেমনভর প্রকৃত হবে, প্রকৃতি তোমায় তেমনভর উপাধি নিশ্চয় দেবেন এবং নিজের ভিতরে তেমন অধিকারও দেবেন; ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ ক’রছ, তবে আর চাইবে কী? প্রাপণশে প্রকৃত হ’তে চেষ্টা কর। প’ড়ে না পাল করলে কি ইউনিভার্সিটি কাউকে উপাধি দিয়ে থাকে?

ভুলেও নিজেকে প্রচার করতে যেও না বা নিজেকে প্রচার ক’রতে কাউকে অনুরোধ ক’র না—তা’হলে সবাই তোমাকে বুলা ক’রবে আর তোমার হ’তে দূরে স’রে যাবে।

তুমি যদি কোনও সত্য জেনে থাক আর তা’ যদি মঙ্গলপ্রদ ব’লে জান, প্রাপণশে তারই বিষয় বল এবং সকাইকে জানতে অনুরোধ কর, বুঝতে পারলে সকাই তোমার কথা শুনেবে এবং তোমার অনুসরণ ক’রবে।

তুমি যদি সত্য দেখে থাক, কুঁচ খাক, তবে তোমার কাটমনোবাক্যে তা' কুঁচ বেরবেই বেরবে। তুমি ভাঙে হারিয়ে না যাওনা সূর্য্যও কিছুতেই স্থির থাকতে পারবে না, সূর্য্যকে কি অন্ধকারে ঢেকে রাখতে পারে ?

* * * *

তোমার ভিতরে যদি সত্য না থাকে, তবে হাজার বল, হাজার ভান কর, হাজার কায়দাই দেখাও, তোমার চরিত্রে, তোমার মনে, তোমার বাক্যে তার জ্যোতি কিছুতেই কুঁচবে না ; সূর্য্য যদি না থাকে, তবে ক' আলাও অন্ধকারকে একমুহুরে জাড়িয়ে দিতে পারে না।

যে সত্য প্রচার করতে গিয়ে আপন মহত্বের গল্প করে এবং সব সময় আপনাকে নিয়েই ব্যস্ত তার নানানকন্দের কায়দা ক'রে সিজাকে সুন্দর দেখাতে চায়, যার প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে রসকে-রসকে অহঙ্কার কুঁচ বেরচ্ছে, যার প্রথম অহঙ্কার লগায় অহঙ্কার দীনতার অহঙ্কার সিঁথিগে জ্ঞানে সঞ্চিত নির্ভরতায় অহঙ্কার সে হাজার পণ্ডিত হোক আর সে যতই জ্ঞান ভণ্ডির কথা বলুক না কেন, নিশ্চয় জেনো সে ভণ্ড, তার কাছ থেকে বন্ধুরে সই যাব, ওনো না তার কথা।

কিছুতেই তার হুলস্থল সত্য নেই ; মনে সত্য না থাকলে ডাব কি ক'রে আমবে।

প্রচারের অহঙ্কার প্রকৃত-প্রচারের অন্তরায়। সেই প্রকৃত প্রচারক—যে আপন মহত্বের কথা ভুলেও মুখে আনে না, আর, শরীর দ্বারা সত্যের আচরণ করে, মনে সত্য-চিন্তার মুগ্ধ থাকে এবং বুঝে মনের আনন্দবাদী সত্যের বিষয় বলে।

যেখানে দেখবে, কেউ বিশ্বাসের গব্বের সহিত সত্যের বিষয় ব'লছে, নয়না কথা ব'লতে-ব'লতে আনন্দে এবং দীনতার অধীর হ'য়ে প'ড়ছে, প্রেমের সহিত আবেগভরে সবাইকে ডাকছে, আলিঙ্গন ক'রছে, আর যে-মুহুর্তে তার মহত্বের কথা কেউ ব'লছে, তা' স্বীকার ক'রছে না, বরং দীন এবং জ্ঞান হ'য়ে বুকভাঙ্গা মত হয়ে প'ড়ছে—বুঝই ঠিক, তার কাছে উজ্জ্বল সত্য আছেই আছে, আর, তার সাধারণ চরিত্রের দেখতে পাবে, সত্য কুঁচ বেরচ্ছে।

তুমি ভক্তিকল ছেলে জ্ঞানরূপ প'লতে জিজিয়ে সত্যরূপ আলো ছালাও, দেখবে কত ফড়িং, কত

পোকা, কত জানোয়ার, কত মানুষ তোমাকে কেমন করে ঘিরে ধরেছে

যে সংকেতই চিত্র করে, সংকেতই যাকন করে, যে সত্যেরই ভক্ত, সেই প্রকৃত প্রচাষক।

আদর্শে গভীর বিশ্বাস না থাকলে নিষ্ঠাও আসে না, ভক্তিও আসে না, আর, ভক্তি না হলে অনুভূতিই বা কী হবে, জ্ঞানই বা কী হবে, চরম, সে প্রচারই বা করবে কী।

প্রকৃত সত্য-প্রচারকের অহঙ্কার তার আদর্শে; আর, ভক্ত-প্রচারকের অহঙ্কার আত্মপ্রচারে।

যা' মঙ্গল বলে জানবে, যা' সত্য বলে জানবে, মানুষকে বলবার জন্যে বুক লাটো-কটো হ'য়ে উঠবে, মানুষ তোমাকে যা-ই বলুক না কেন, মনে কিছুই হবে না কিন্তু মানুষকে সত্যমুখী দেখলে আনন্দ হবে—ওবেই তাকে প্রচার বলি

ঠিক-ঠিক বিশ্বাস, নির্ভরতা ও ভক্তি না থাকলে সে কখনই প্রচাষক হ'তে পারে না।

* * * *

যে নিজেকে প্রচার করে সে আত্মপ্রবন্ধনা করে, আর, যে সত্য বা আদর্শে মুগ্ধ হ'য়ে তার বিষয়ে বলে, সেই কিন্তু ঠিক-ঠিক আত্মপ্রচার করে।

প্রকৃত সত্য-প্রচারকই অগতির প্রকৃত সঙ্গলাকারী। তার দ্বারা কত জীবের যে আনন্দোন্নয়ন হয় তার ইয়ত্তা নেই।

তুমি সত্য বা আদর্শে মুগ্ধ থাক, হৃদয়ে ভাব আনুভূতি উৎসে উঠবে, আর সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কত লোকের যে উন্নতি হবে তার কিনারা নেই

শুধু হ'তে দেও না। গুরুমুখ হ'তে চেষ্টা কর, আর গুরুমুখই জীবের প্রকৃত উদ্ধারকারী।

* * * *

দেহ থাকতে অহঙ্কার যায় না, আর ভাব থাকতেও অহং যায় না। তবে নিজের অহং আদর্শের উপর দিয়ে, passive (অক্টিভ) হ'য়ে যে বস্তু থাকতে পারে, সে তত্ত নিরহঙ্কার এবং সে তত্ত উদার।

নিজের পূর্ব বস্তু না করা যায় ততই মঙ্গল, আর আদর্শের পূর্ব বস্তু করা যায় ততই মঙ্গল।

পরম্পিতাই তোমার অহঙ্কারের বিষয় হউন, আর তুমি তাঁতেই আনন্দ উপভোগ কর।

অসৎ আদর্শে তোমার অহঙ্কার ন্যস্ত করো না : তাইলে তোমার অহঙ্কার আরও কঠিন হবে।

আদর্শ যত উচ্চ বা উদার হয় ততই ভাল, করণ, যত উচ্চতা বা উদারতার আশ্রয় নেবে, তুমিও তত উচ্চ ও উদার হবে।

* * * *

যখনই দেখবে, মানুষ তোমাকে প্রশংসা করছে আর তাতে তোমার বিশেষ কোন আপত্তি হচ্ছে না, যৌনিক এক-একবার আপত্তি করছে বাটে—মনে বিশেষ একটা কিছু হচ্ছে না—তখনই ঠিক জেনো, অন্তরে জোয়ের মত হামবডাই চুকেছে, তুমি যত শীঘ্র পার, সাবধান হও, নতুবা নিশ্চয়ই অধঃপাতে যাবে।

আর, যখনই কেহ প্রশংসা করলেই অমনি মীনতার তোমার মাথা হেঁট হ'য়ে যাবে, সেবা নিতে মন মোটেই নাজি নয়তো, বরং সেবা করতে মন সকল সময় বাস্তব হয়েছে,—আদর্শের কথা ব'লতেই প্রাণে আনন্দ বোধ

হ'চ্ছে—তোমার ভয় নেই, তুমি মজলের কোনেই হ'য়েছ, আর, নিরত আরও বেশী অমনি থাকতে চেষ্টা কর

* * * *

তুমি লতার স্বভাব অবলম্বন কর আর ভাবার্শরূপ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধব সিন্ধুকাম হবে

যদি তোমার আদর্শের কথা ব'লতে আনন্দ, গুনতে আনন্দ তাঁর চিত্তের আনন্দ তাঁর হৃদয় পেলে আনন্দ, তাঁর আদরে আনন্দ, অনাদরেও আনন্দ হয়, তাঁর নামে ফলর উথলে ওঠে—আমি নিশ্চয় বলছি, তোমার উন্নয়নের জন্য আর ভেব না।

সদগুরু শরণাগত হও, সং-নাম মনন কর, আর, সংসারের আশ্রয় গ্রহণ কর—আমি নিশ্চয় ব'লছি, তোমাকে আর তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না

তুমি ভক্তিরূপ জল ত্যাগ ক'রে আসক্তিরূপ বালির চড়ায় বহুদূর যেও না, যুগ্মরূপ সূর্যোজ্জ্বলে বালির চড়া গরম হ'লে কিরে আসা কুশকিন হবে ; আর উত্তম

হাতে-হাতে যদি না ফিরে আসতে পার, তবে শুকিয়ে মরতে হবে

ভাবমূৰী থাকতে চেষ্টা কর, পতিত হবে না বরং অগ্রসর হতে থাকবে

গুরুমূৰী হতে চেষ্টা কর, আর মনের অনুসরণ করো না—উন্নতি তোমাকে কিছুতেই জ্ঞাপন করবে না।

বিবেককে অবলম্বন কর, আর মনের অনুসরণ করো না—উদারতা তোমাকে কখনও জ্ঞাপন করবে না।

সত্যকে আশ্রয় কর, আর অসত্যের অনুগমন করো না—শান্তি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে থাকবে না।

দীনতাকে অগ্ররে স্থান দাও—অহঙ্কার তোমার কিছুই করতে পারবে না

যা' জ্ঞাপন করতে হবে তার দিকে আকৃষ্ট বা আসক্ত হ'রো না—সুখে হতে যক্ষণ পাবে।

* * * *

প্রেমকে প্রার্থনা কর, আর হিসেবে দূরে পরিহার কর, জগৎ তোমার দিকে আকৃষ্ট হবেই হবে।

তোমার মনের সন্ধ্যাস হোক ; সন্ধ্যাসী সেজে মিছামিছি বক্তৃতা হ'লে ব'সো না

তোমার মন সং-এ বা ব্রহ্মে বিচরণ করুক, কিন্তু শরীরকে লেক্সা বা ব্রহ্ম-এ সাজাতে ব্যস্ত হ'রো না, তাহলে মন শরীরমূৰী হ'লে পড়বে।

অহঙ্কার ত্যাগ কর, সংস্কারে অবস্থান করতে পারবে পতিতকে উদ্ধারের কথা শুনাও, আশা দাও ভুলে-বলে কৌশলে তার উন্নয়নে সাহায্য কর, সাহস দাও কিন্তু উচ্ছ্বল হতে দিও না

যদি কোনদিন তোমার প্রেমাম্পদকে সর্বত্র বিকিয়ে নির্মজ্জিত হ'য়ে থাক, আব ভেসে উঠবার আশঙ্কা দেখ, তবে জোর করে তৎক্ষণাৎ নিমজ্জিত হ'তে বিগতপ্রাণ হও—সেখানে প্রেমাম্পদ কত সুন্দর, কেমন করে তোমাকে আশ্রয় করে আছেন।

যদি এতটুকু লোকলিপ্সা, উপহাস, স্বজনানুরক্তি, স্বার্থহানি, অন্যায়, অসৎ বা পরগণনা তোমার প্রেমাম্পদ হ'তে তোমাকে দূরে রাখতে পারে, তবে তোমার প্রেম কতই শীল—জা' নয় কি ?

কোন-কিছু 'আজ বুবেছি আবার কাল বুঝা যায় না—হেঁয়ালি' ইত্যাদি ব'লে শূণ্যল সেজো না—কারণ, ইতর কল্পরাও যা' বোঝে তা' চোলে না। তাই, এই প্রকার বলাটাই দুষ্ট বা অস্থির-বুদ্ধির পরিচায়ক।

আজ উপকৃত হয়েছি ব'লে কাল আবার স্বার্থীক হ'য়ে অপকৃত হওয়ার ভান করে অকৃতজ্ঞতাকে ডেকে এনে না। এর চাইতে ইতরাত্মো আর কী আছে? থাকে-তাকে জিজ্ঞাসা কর।

মুর্খতা না থাকলে উপকৃতের কৃৎসার উপকারীকে নিশ্চিত করা যায় না।

উপকারী যখন উপকৃতের নিকট বিক্ষুব্ধ হয়, তখন মৃত অহং কৃতজ্ঞতারূপ অর্গল ভেঙ্গে দস্ত-কণ্টকাকীর্ণ মৃত্যুপথ উন্মুক্ত করে।

আশ্রিতের নিন্দার যিনি আশ্রয়কে কুৎসিত বিবেচনা করেন—বিশ্বাসঘাতকতা তার পশ্চাৎ অনুসরণ করে।

প্রিয়ের প্রতি ভালবাসা-বা-মঙ্গলবিহীন কণ্ঠ কখনই প্রেমের পরিচায়ক নয়।

প্রিয়তমের জন্য কিছু করতে ইচ্ছা করে না—অথচ খুব ভালবাসি—এ কথাও যা', আর, সোনার পিতলে ঘুঘুও তাই। স্বার্থবুদ্ধিই প্রায় উক্ত প্রকার ভালবাসে, তাই—এই-প্রকার নিষ্কাম-স্বার্থীভ্রান্ত ভালবাসা দেখে সাবধান হওয়া ভাল, নতুবা বিনয়ের সম্ভাবনাই অধিক।

ভালবাস—অথচ সে তোমার উপর জোর বা আধিপত্য, শাসন, অপমান, অভিমান কিংবা জিদ করলেই সুখ না হ'য়ে বরং উশ্টো হয় বা মুছে যায়,—আমি বলছি—তুমি ঠকবে ও ঠকাবে নিশ্চয়—তা' তুমি যতদিন এমনতর থাক,—তাই এখনও সাবধান হও।

প্রেমের মোহ—যা'বা পেলোই বুদ্ধি, প্রেমাস্পদের অত্যাচারেও ঘৃণা আসে না, বিচ্ছেদে সন্তোষ হয়, মানুষকে মৃত্যু করে না, চিরদিন অকৃপিত, একবার স্পর্শ করলে আর ত্যাগ হয় না—অপরিবর্তনীয়।

কামের মোহ—যা'খায় ক্ষীণ, কামের অত্যাচারে বা বৈরাগ্য চাওয়া যায় সেরাগ না পাইলে ঘৃণা, বিচ্ছেদে হুল, মানুষকে কাপুরুষ ও মৃত্যু করিয়া তোলে, ভোগেই তৃপ্তি ও বিশ্বাস, চিরদিন থাকে না—পরিবর্তনীয়।

গরীবান হও কিন্তু গরিব হইয়ো না।

যদি মুক্ত করতে চাও, তবে নিজে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হও।

যদি সুন্দর হতে ইচ্ছা থাকে তবে বিশ্রীভেদে সুন্দর দেখ।

একনুরক্ষি, তীব্রতা ও ক্রমগতিতেই জীবনের সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা।

যদি ভাল লাগে যে এক ভাল লাগাকে টলাতে বা বিচ্ছিন্ন করতে পারে না, সেই ভাল লাগাই যেমের ভগিনী।

ভালমন্দ বিচার করে বিশ্বস্ত হওয়ার চেয়ে সব-এ (ওকতে) আকৃষ্ট হও—নির্ভিয়ে সকল হবে নিশ্চয়।

দুর্বলতার সময় সুন্দর ও সবলতার চিন্তা করো, আর অহঙ্কারে দ্রিয় ও দীনতার চিন্তা করো—মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুর থাকবে।

সোম মেখে দুট হইয়ো না, আর তোমাতে সংলগ্ন সবাইকে দুট করে তুলো না।

তাঁকে দাও—চেও না—পেলে আনন্দিত হইয়ো।

তুমি তাঁর ইচ্ছাবীন হও, তোমার ইচ্ছাবীন তাঁকে করতে চেষ্টা করো না—কারণ, তোমার নিকট তিনিই সুন্দর।

মিলনের আকুলতাকে কিছুতেই ত্যাগ করো না, তাইলে বিরহের ব্যথা মধুর হবে না—আর, দুঃখের ভিতর শান্তিকে অনুভব করতে পারবে না।

যাঁর উপর তোমার ভাবা, করা ও বোঝ হতবানি ও যেমনতর, তাঁর উপর তোমার আসক্তি, টান বা ভালবাসা ততবানি ও তেমনতর।

যাঁতে সর্ব্বব বিকিরে দিচ্ছে—তিনিই তোমার ভগবান, আর তিনিই তোমার পরম গুরু।

* * * *

যেমন করে বা' পেতে হয়, তা' না করে সেজন্য দুঃখিত হইয়ো না।

করার আগে দুঃখ করা না—পাওয়ারকেই ডেকে আনে।

পেতে হইলেই—তা' যাই হোক, অন্যতে হবে তা' কি করে পাওয়া যায়—আর ঠিক-ঠিক তা' করতে হবে—না করে পাওয়ার জন্য উদ্ভীষ হওয়ার চেয়ে বোকামি আর কী আছে?

নিশ্চয় জেনো—করাই পাওয়ার জননী।

করাটা যখনই চাওয়াকে অনুসরণ করে—তার কৃতার্থতা তখনই সম্মুখে দাঁড়ায়।

মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল তার অভ্যন্তর সংস্কারের অন্তরালে থাকে, আর মঙ্গলদাতা তখনই দণ্ডিত হন—যখনই দেওয়া মঙ্গলটার অভ্যন্তর সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়—আর তাই প্রেরিত-পুরুষ স্বদেশে কুৎসামণ্ডিত হন।

প্রকৃতি তাদের বিচার করে, যাঁরা নাকি প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করে পরোক্ষকে আলিঙ্গন করে। আর, পরোক্ষ যার প্রত্যক্ষকে রঞ্জিত ও লঙ্ঘিত করে—তারাই কাকির অধিকারী হয়।

* * * *

বা' বুদ্ধিগোচর হয়ে বা' কিছু হয়ে তাই আছে—তা'ই জ্ঞান।

জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য—জ্ঞান, ভালবাসা ও কর্ম—যাঁর ভিতর সহজ-উৎসারিত, আর যাঁর প্রতি আসক্তিতে

মানুষের নিচ্ছিন্ন জীবন ও জগতের সমস্ত বিরোধের চরম সমাধান লাভ হয়—তিনিই মানুষের ভগবান।

ভগবানকে জানা মানেই সমস্তটাকে বুঝা বা জানা।

যাঁর কোন মূর্ত আদর্শে কর্মময় আঁট আসক্তি—সময় বা সীমাকে ছাপিয়ে তাঁকে সহজভাবে ভগবান করে তুলেছে—যাঁর কাব্য, কর্ষন ও বিজ্ঞান মনের ভাল-মন্দ নিচ্ছিন্ন সংস্কারগুলিকে ভেদ করে ঐ আদর্শেই সার্থক হয়ে উঠেছে—তিনিই সদ্গুরু।

যাঁর মন সং বা একাসক্তিতে পূর্ণ—তিনি সং বা সন্তী।

আদর্শে মন সম্যক-প্রকারে ন্যস্ত করার নাম—সম্মাস।

কোন বিবরে মন সম্যকভাবে লেগে থাকার নাম সমাধি।

নামে মানুষকে তাঁঁজ করে আর ধ্যানে মানুষকে স্থির ও প্রহণকম করে।

ধ্যান মানেই কোন-কিছু একটা চিন্তা নিজে লেগে থাকা। আর, তা-ই আমরা বোধ করতে পারি—যা-ই আমাদের লেগে-থাকাটার বিকল্প এনে দেয়, কিন্তু ভেঙ্গে দিতে পারে না।

বিরক্ত হওয়া মানেই বিকল্প হওয়া।

তীক্ষ্ণ হও, কিন্তু স্থির হও—সমস্ত অনুভব করতে পারবে।

কোন-কিছুতেই যুক্ত হওয়া বা একমুখী আসক্তির নামই—যোগ।

কোন-কিছুর দ্বারা প্রতিহত হ'লে যা' নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়—তাই অহং (self)। অহংকে শক্ত করা মানেই অন্যকে না-জানা।

বস্তু-বিষয়ক সম্যক্ দর্শন দ্বারা তখননে মনের নিবৃত্তি যাবনের হয়েছে—তাইই ধর্ম।

মনের সর্বপ্রকার গ্রন্থির (সংস্কারের) সমাধান বা মোচন হ'য়ে এক-এ সার্থক হওয়াই—যুক্তি।

যে-ভাবে ও কর্ম মানুষকে কারণমুখী ক'রে দেয়—তাই আধ্যাত্মিকতা।

যে-ভুলনা অন্তর্নিহিত কারণকে ফুটিয়ে তোলে—তাই প্রকৃত বিচার।

কোন বস্তুকে লক্ষ্য ক'রে তার স্বরূপ-নির্দেশক বিশ্লেষণই—যুক্তি।

কোন কাজ ক'রে—বিচার-দ্বারা তার ভাল-মন্দ অনুভব ক'রে যে-জাণের দরুন মনকে বিরতি আসে—তাই অনুভূতি।

যেখানে গমন করলে মনের গ্রন্থির মোচন বা সমাধান হয়—তাই তীর্থ।

যা' করলে অস্তিত্বকে রক্ষা করা হয়—তাই পুণ্য।

যা' করলে রক্ষা হ'তে পতিত হয়—তাই পাপ।

যার অস্তিত্ব আছে এবং তার বিকাশ আছে—তাই সত্য (Real)।

যা' ধারণা করতে মনের নিজস্ব অক্ষুণ্ণ থাকে—তাই সঙ্গীম।

যা' ধারণা করতে গিয়ে মন নিজস্ব হারিয়ে ফেলে—তাই অনঙ্গ বা অঙ্গীম।

শান্তি।

শান্তি।

শান্তি।